দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 21 SEP 2005
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

মাদ্‌রাসা শিক্ষার উচ্চতর মান প্রদানে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা

ড. মাওলানা এ. কে. এম. মাহবুবুর রহমান ঃ স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের শতকরা ৮৮ ভাগ মুসলমানের দেশে শতকরা ৮৮ ভাগের জন্যই দ্বীনি ইলম শিক্ষা করা ফরয। এ ফরয শিক্ষার মূল কেন্দ্র মাদ্‌রাসা। ইসলামী আদর্শ প্রচার, প্রসার, প্রতিষ্ঠা ও নৈতিক মূল্যবোধ উজ্জীবিত রাখার ক্ষেত্রে এর কোন বিকল্প নেই। ফাযিল ও কামিল শ্রেণীর মান দেশের চল্লিশ লক্ষাধিক আলেম, পীর, মাশায়েখ ও ৮০ লক্ষাধিক ছাত্র-ছাত্রীর একক দাবী। এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও কওমী মাদরাসাসমূহের সনদের স্বীকৃতির দাবী জন্মগত নাগরিক অধিকার। দীর্ঘ ৮৪ বছরের আন্দোলনের ইতিহাসে এ দাবী আগামী নির্বাচনের অন্যতম ইস্যুতে পরিণত হবে। আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। শিক্ষক, ছাত্র, তৌহিদী জনতার ঐক্য সুদৃঢ় হচ্ছে। এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করার কোন প্রকার ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত জাতি মেনে নেবে না।

৮-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের শতাব্দীকালের ইতিহাস

১৯২১ সালে মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (র)-এর নেতৃত্বে ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবী উত্থাপিত হয়। মাওলানা ইসলামাবাদী ১৩২৭ বাংলা সনের আষাঢ় সংখ্যায় আল-এসলাম পত্রিকায় আরবী বিশ্ববিদ্যালয় শিরোনামে এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য সম্পর্কে লিখেন, "আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা আমরা মানুষের মত মানুষ গড়াইতে চাই, স্বজাতি বৎসল, সমাজহিতৈষী দেশগতপ্রাণ, ধার্মিক চরিত্রবান লোক গড়ানই আমাদের লক্ষ্য। বড় দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল, ব্যারিস্টার, সিভিলিয়ন শিল্পী তৈয়ার করা আমাদের প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য নহে। এক কথায় বলতে গেলে জগতে এছলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠাকল্পে আধুনিক ধরনের উপযুক্ত ধর্মপ্রচারক গড়নই আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য।"

১৯২৬ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল বাংলা আসাম ছাত্র ফেডারেশন সম্মেলনে ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবী উত্থাপিত হয়। ১৯৩৯ সালে কলকাতা মাদরাসায় প্রদত্ত ভাষণে যুক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক এ দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার করেন। ব্রিটিশ আমলে মাওলা বকশ কমিশন, ১৯৪৯ সালে শরীফ কমিশন, ১৯৫১ সালে মাওলানা আকরাম খাঁ কমিশন, ১৯৫৬ সালে আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী কমিটি, ১৯৫৭ সালে আতাউর রহমান খান কমিটি, ১৯৬৩ সালে মোয়াজ্জেম কমিশন, ১৯৬৬ সালে হামুদুর রহমান কমিশন, ১৯৬৯ সালে নূর খান শিক্ষা কমিশন, ১৯৭০ সালে কদম তথা পলডটধমন্ত যমফধতহ মত দণ ঐমর্শ মত টেপ্পুটিত নামক শিক্ষা কমিটি রিপোর্ট, ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি রিপোর্ট, ১৯৭৯ সালের অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষা কমিটি রিপোর্ট, ১৯৭৯ সালে জাতীয় সংসদে প্রেসিডেন্টের ভাষণে মরহুম জিয়াউর রহমানের আনুষ্ঠানিকভাবে এ দাবীর স্বীকৃতি, ১৯৮১ সালে অনুষ্ঠিত মাদ্রাসা-ই-আলিয়া ঢাকার দু'শততম বার্ষিকীতে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণে মাদ্রাসা-ই-আলিয়া ঢাকাকে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার প্রতিশ্রুতি, ২৯-০৮-৯৬ ইং সালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের রিপোর্টে ফাযিল ও কামিলকে বিএ ও এমএ'র মান দানের সুপারিশ, বর্তমান সরকারের আমলে গঠিত মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সরকারী প্রজ্ঞাপন 'ফাযিল ও কামিল ডিগ্রী প্রদানের লক্ষ্যে সরকার দেশে একটি পূর্ণাঙ্গ এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।' (শিম/শাঃ১৬/বিবিধ-২২/২০০২/১৮৪(১)(২), ২-৪-২০০২)-এ সুস্পষ্ট ঘোষণা, সর্বশেষ অধ্যাপক মনিরুজ্জামানের নেতৃত্বে জাতীয় শিক্ষা কমিশন ২০০৪-এ পেশকৃত রিপোর্টে একটি স্বতন্ত্র এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে- অর্থাৎ ১৯২১ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৮৪ বছরের ইতিহাসে ১৭টি জাতীয় দাবী ও রিপোর্ট এবং বর্তমান সরকারের সুস্পষ্ট ঘোষণার পর সকল রিপোর্ট ও দাবীকে দু'পয়সা মূল্য না দিয়ে হঠাৎ করে ফাযিল ও কামিলকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পকেটে নেয়ার হীন চক্রান্ত কেন? কার স্বার্থে? কারা এই ষড়যন্ত্রকারী? তা খুঁজে বের করে জাতির সামনে তাদের স্বরূপ উন্মোচন করা জাতীয় ও ঈমানী দায়িত্ব বলেই চিন্তাশীল মহল মনে করে। এছাড়াও কমিশন রিপোর্ট যদি বাস্তবায়নই করা না হয় তাহলে বারবার এসব কমিশন গঠন করে মেধা ও রাষ্ট্রীয় অর্থ অপচয় করার হেতু কি এটাও জাতির প্রশ্ন।

স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় কেন?

শতকরা ৮৮ ভাগ মুসলমানের দেশে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাসা সব মিলিয়ে কোরআন-সুন্নাহভিত্তিক এক শিক্ষা ব্যবস্থা হবে এটাই ঈমানের দাবী। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠা না হবে ততদিন এ শ্লোগান তুলে মাদ্রাসা শিক্ষাকে স্কুল-কলেজের সাথে একীভূত করার অর্থ হল এ বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থাকে গলাটিপে হত্যা করা। মেডিকেল শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বোচ্চ স্তরের কারিকুলাম ও সিলেবাস মেডিকেল শিক্ষার আদলে গড়া। যা কোনদিন ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যায় না। আবার ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা ব্যবস্থা কোনদিন মেডিকেল শিক্ষা ব্যবস্থার অধীনে থাকবে তা কেউ কোনদিন মেনে নেয়নি। অনুরূপভাবে কৃষি শিক্ষা ব্যবস্থা চলছে তার নিজস্ব গতিতে। এছাড়া সঙ্গত কারণেই মাদ্রাসা শিক্ষার একতিদায়ী থেকে আলিম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার পরিবেশ, শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রীদের লেবাস-পোশাক, চালচলন, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। আলিম তথা এইচএসসি লেভেলের পরবর্তী ধাপ তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন হতে হবে পূর্ববর্তী ধাপ থেকে লেবাস, পোশাক ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে আরও উন্নত। এ পর্যায়ে এসে ছাত্রছাত্রীরা যাদেরকে শিক্ষক হিসেবে পান তারাই হন জাতির সেরা শিক্ষাবিদ, আলেম, মাশায়েখ, বহুগুণে দ্বীন। এজন্য স্বতন্ত্র এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে ফাযিল-কামিলের মান দেয়া হলে এ শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবেশ, ঐতিহ্য, আদর্শ ধরে রাখা সম্ভব হবে। শুধুমাত্র যারা ফাযিল-কামিলের মান চাচ্ছেন, স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছেন না, তাদেরকে অতীতের ১ হাজার ৭৪টি নিউত্তীম মাদ্রাসার অস্তিত্ব বিলুপ্তির ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণের অনুরোধ করছি। এ নিউত্তীম মাদ্রাসা থেকে ডক্টর শহীদুল্লাহ, ডঃ সাজ্জাদ হোসেন, ডঃ সিরাজুল হক, শাহ আজিজুর রহমানসহ অসংখ্য প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি হয়েছিল। নিজস্ব স্বকীয়তাকে বিক্রি করে যখনই এ শিক্ষাধারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পকেটে ঢুকেছে নানামুখী শর্ত জুড়ে দিয়ে একে একে গোটা অস্তিত্ব হারিয়ে এই নিউত্তীম ধারা ইতিহাসের পাতায় স্থান নিয়েছে। ১ হাজার ৭৪টির একটিও আজকে বাস্তবে মাদ্রাসা নেই। এছাড়াও বর্তমান বাংলাদেশে ১১টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, ৫২টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, ৫টি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, একটি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, ২১টি মেডিকেল এন্ড রিসার্চ সেন্টার যদি এ দেশে থাকতে পারে সেখানে মাদ্রাসা শিক্ষার উচ্চতর মান প্রদানের জন্য একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে বাধা কোথায়! ১ হাজার ৩০০ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ পরিচালনা করতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে হিমসিম খাচ্ছে, সেখানে ১ হাজার ৮৫৮টি ফাযিল ও ১৭৩টি কামিল (মোট ১ হাজার ২৩৪টি প্রতিষ্ঠানকে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের পকেটে ঢোকানোর কি যুক্তি থাকতে পারে? বর্তমান সরকার নিজেই স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘোষণা দিয়ে কোনরূপ যৌক্তিক কারণ ছাড়া গোটা দেশের ৪০ লক্ষাধিক ওলামা-মাশায়েখ, ৮০ লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রীর ৮৪ বছরের আন্দোলনের বাস্তবায়নকে অনাযুত জটিলতার মধ্যে ফেলে দেয়ার হেতু কোথায়? জাতি আজ তা জানতে চায়। আমরা লক্ষ্য করছি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য জারিকৃত অধ্যাদেশ অনুযায়ী কৃষি, প্রকৌশল ও মেডিকেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এর আওতার বাইরে রাখা হয়। এতে স্পষ্টত প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এ সকল টেকনিক্যাল ও বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ক বিশেষ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এ লক্ষ্যে সম্প্রতি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষা যে আধুনিক ও ধর্মীয় শিক্ষার সমন্বয়ে একটি বিশেষায়িত শিক্ষাধারা এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। সুতরাং মাদ্রাসার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ, প্রতিপালন ও সমৃদ্ধকরণের লক্ষ্যে ফাযিল-কামিল মাদ্রাসাগুলো স্বতন্ত্র ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত হবে এটাই স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত। শিক্ষার মান উন্নয়নে শিক্ষক প্রশিক্ষণের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কলেজ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য একাধারে টিটি কলেজ ১১টি, বাউবি'র দূরশিক্ষণ ১টি, আইইআর ১টি, এইচটিটিআই ৫টি, নায়েম ১টিসহ বহু প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এছাড়াও বেসরকারী উদ্যোগে অনেক প্রকারের শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা বিদ্যমান। ক্ষেত্রবিশেষে শুধু একটি বিষয়/ভাষা নিয়ে (যেমন ইংরেজী) প্রশিক্ষণের জন্য দেশী-বিদেশী ফান্ড থেকে কোটি কোটি ডলার ব্যয় করা হচ্ছে। পক্ষান্তরে ১৭৮০ সালে কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সোয়া দু'শ বছরেরও ঐতিহ্যবাহী এ মাদ্রাসা শিক্ষাধারায় শিক্ষক প্রশিক্ষণের কোনই ব্যবস্থা নেই। অবশ্য বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বিগত আমলের শেষভাগে মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছেন, যা প্রয়োজনের তুলনায় ৩০ ভাগের একভাগ চাহিদাও মেটাতে সক্ষম হচ্ছে না। স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে মাদ্রাসার লাখ লাখ শিক্ষককে বিষয়ভিত্তিক ও প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ দিয়ে বাঞ্ছিত মানে উন্নীত করা সহজতর হবে, যা জাতীয় বা অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আদৌ সম্ভব নয়। তাই যেহেতু মরহুম জিয়াউর রহমান দাখিল ও আলিম স্তরকে এসএসসি ও এইচএসসির সমমান দিয়ে মাদ্রাসা শিক্ষাধারার স্বতন্ত্র ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি দিয়েছেন, যেহেতু মঞ্জুরী কমিশন ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ঢাকায় স্বতন্ত্র এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেছে, যেহেতু বর্তমান সরকার ২-৪-২০০২ ইং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্রে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে, যেহেতু এদেশের ১২ কোটি মুসলমান এ দাবীতে ঐক্যবদ্ধ, সেহেতু কোনরূপ টালবাহানা ও চক্রান্তে কান না দিয়ে সরকার এ গণদাবী মেনে নিয়ে বাস্তবে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে ৮৪ বছরের এ গণদাবীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে এটাই জাতির প্রত্যাশা।